[২০২১] ৩ এস. সি. আর. ১০০১

কোটাক মহেন্দ্র ব্যাঙ্ক পি. ভি. টি. লিমিটেড

বনাম

অম্বুজ এ. কাসলিওয়াল এবং অন্যান্যরা

(২০২১-এর ৫৩৮ নং দেওয়ানি আপিল)

ফেব্রুয়ারী ১৬,২০২১

[প্রধান বিচারপতি এস.এ. বব্দে,এ. এস. বোপান্না এবং ভি. রামাসুব্রমণিয়ান, বিচারপতিগণ]

ঋণ আদায় এবং দেউলিয়া আইন, ১৯৯৩,-এর ধারা ২১-ডি. আর. এ. টি-র কাছে আপীল-বকেয়া ঋণের প্রাক-জমা-মওকুফ-স্থায়িত্ব-স্থির করেঃ সমস্ত ক্ষেত্রে ডিক্রিটেল পরিমাণের পঞ্চাশ শতাংশ অর্থাৎ।বকেয়া ঋণ বাধ্যতামূলক প্রয়োজন হিসাবে ডি. আর. এ. টি-র কাছে জমা করতে হবে, তবে যথাযথ ক্ষেত্রে রেকর্ড করার কারণে বকেয়া ঋণের কমপক্ষে পঁচিশ শতাংশ জমা করা হবে, তবে সম্পূর্ণ মুকুব নয়-যখন ডি. আর. টি-র জারি করা ডিক্রি/পুনরুদ্ধারের শংসাপত্র সম্পাদনের ক্ষেত্রে আরও পরিমাণ বকেয়া এবং প্রদেয় হয়, তখন হাইকোর্টের পূর্ব-জমা সম্পূর্ণরূপে মুকুব করার ক্ষমতা নেই, বা সংবিধিবদ্ধ বিধানের বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তার বিরুদ্ধে বিচক্ষণতা প্রয়োগ করতে পারে না-যে কোনও পরিমাণে প্রাক-জমা মুকুব সংবিধিবদ্ধ বিধানের বিরুদ্ধে হবে-উচ্চ আদালত ডি. আর. এ. টি-র দ্বারা গৃহীত আদেশটি বাতিল করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত নয়-হাইকোর্টের জারি করা আদেশটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে-বর্তমান মামলার অদ্ভুত তথ্যে, ডি. আর. এ. টি-র দ্বারা গৃহীত পরিমাণের পঁচিশ শতাংশের পূর্ব-জমা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

শব্দ এবং বাক্যাংশ-ধারা ২১-"আপিল গ্রহণ করা হবে না"-

আদেশঃ এই বাক্যাংশটি আপিল এখতিয়ারকে এমন কোনও ব্যক্তির আপিল গ্রহণ করতে নিষেধ করে যার কাছ থেকে ঋণের পরিমাণ ব্যাঙ্কের প্রাপ্য, যদি না এই ব্যক্তি এখতিয়ারে জমা করে থাকেন, তবে ঋণের পরিমাণের পঞ্চাশ শতাংশ-ঋণ ও দেউলিয়া পুনরুদ্ধার আইন, ১৯৯৩-ধারা.২১,১৯।

আংশিকভাবে আপিল মঞ্জুর করে আদালত

১.১ ঋণ আদায় ও দেউলিয়া আইন, ১৯৯৩ (আর ডি বি এ) এর ধারা ২১ পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, "আপিল গ্রহণ করা হবে না" এই বাক্যাংশটি ব্যবহার করে আপিল এখতিয়ারকে এমন ব্যক্তির আপিল গ্রহণ থেকে বিরত রাখে যার কাছ থেকে

ব্যাংকের কাছে ঋণের পরিমাণ পাওনা, যদি না সেই ব্যক্তি আইনের ধারা ১৯ এর অধীনে এখতিয়ার কর্তৃক নির্ধারিত ঋণের পঞ্চাশ শতাংশ আপিল এখতিয়ারে জমা দেন তবে, উক্ত ধারার শর্তাবলী, লিখিতভাবে নথিভুক্ত করার কারণে, জমা করার পরিমাণ হ্রাস করার জন্য আপিল এখতিয়ারকে বিবেচনার অনুমতি দেয়, তবে এই ধরনের হ্রাস বকেয়া ঋণের পরিমাণের পঁচিশ শতাংশের কম হবে না। তাই প্রাক-আমানত মওকুফের বিবেচনার পেন্ডুলামটি বকেয়া ঋণের পঞ্চাশ শতাংশ থেকে পঁচিশ শতাংশের মধ্যে এবং পঁচিশ শতাংশের নিচে নয়, মোট মওকুফের দিকে অনেক কম নয়। এটি সেই পটভূমিতে, উক্ত বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে, ডি. আর. এ. টি তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে পরিমাণের পঞ্চাশ শতাংশ জমা করার আদেশ দিয়েছে। উত্তরদাতা নং ১ এবং ২ আমানত মওকুফের আবেদন করার সময় মূলত এই বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন যে, ডি. আর. টি দ্বারা প্রদত্ত পুনরুদ্ধারের শংসাপত্রটি বার্ষিক ৯ শতাংশ সুদের সঙ্গে ২ কোটি টাকার জন্য এবং ৩ নংউত্তরদাতাকে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ থেকে ব্যাঙ্ক যে পরিমাণ অর্থ আদায় করেছে, তা হল ১৫২,৮১,০৭,১৫৯ টাকা-এবং এই কারণে কোনও ঋণ বকেয়া নেই।

১.২)হাইকোর্ট বিবাদীকে প্রদেয় জমি অধিগ্রহণ ক্ষতিপূরণ থেকে ঋণের পরিমাণ পুনরুদ্ধারের দিকটি প্রচার করার সময় একটি স্পর্শকাতর পদক্ষেপ নিয়েছে।উত্তরদাতা নং ৩. উপসংহারে দেখা যাচ্ছে যে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ প্রাপ্তি ডিক্রি পাসের আগে হলেও, বার্ষিক ৯শতাংশ সুদ সহ ১৪৫ কোটি টাকার ডিক্রিটাল পরিমাণ মুছে ফেলবে, যদিও এটি স্পষ্টভাবে বলা হয়নি। বিপরীতে, ডি আর এ টি তার ২৭.০২.২০১৯ তারিখের আদেশে পরিমাণের পঞ্চাশ শতাংশ প্রাক-আমানতের নির্দেশ দেওয়ার সময় - এই বিষয়টি লক্ষ্য করেছে যে যদি ডি আর টি দ্বারা নির্দেশিত ডিক্রিটাল পরিমাণ বিবেচনা করা হয় এবং ক্ষতিপূরণ পরিমাণের জন্য ব্যাংক কর্তৃক প্রাপ্ত পরিমাণ জমা করা হয়, তাহলে উত্তরদাতা নং ১ থেকে ৩এর মধ্যে প্রদেয় ডিক্রিটাল পরিমাণের অবশিষ্ট পরিমাণ ৬৮,১৮,৯২,৮৪১/- টাকা হবে। এই বিবেচনায়,ডি আর এ টি উল্লিখিত পরিমাণের পঞ্চাশ শতাংশ অগ্রিম জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে যা এখনও বকেয়া ঋণ।এই দিক থেকে, যদিও প্রকৃত বকেয়া পরিমাণের চূড়ান্ত সঠিকতা কার্যকরী কার্যধারায় গণনার বিষয়, বর্তমানের জন্য, ডিআরটি কর্তৃক জারি করা ডিক্রি/পুনরুদ্ধার সার্টিফিকেট

বিবেচনায় নেওয়া অবস্থানটি স্পষ্ট যে এমনকি যদি ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বরাদ্দ করা হয়, ডিক্রিটির আগে বা পরে, তবুও বকেয়া পরিমাণ প্রদেয় থাকবে যা ডি. আর. এ. টি-তে আপিলের বিষয় হবে, এই সত্যটি ছাড়াও যে আপিলকারী ব্যাংক তাদের আবেদনে নিষ্পত্তির শর্তাবলী মেনে না চলার পর থেকে বকেয়া পুরো পরিমাণ দাবি করছে।

১.২)যখন প্রাথমিকভাবে ডি আর এ টি কর্তৃক লক্ষ্য করা যায় যে আরও পরিমাণ বকেয়া ছিল এবং প্রাক আমানত আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তখন এই সিদ্ধান্তে কোনও ত্রুটি না খুঁজে হাইকোর্ট ডি আর এ টি কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বাতিল করার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত ছিল না। হাইকোর্ট যা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে তা হল, চূড়ান্ত রায় দেওয়ার আগে ডিক্রিটাল পরিমাণের বিপরীতে ১৫২,৮১,০৭,১৫৯/- টাকা প্রাপ্তির সুবিধা অস্বীকার করা যাবে না। এই সিদ্ধান্ত কোনও অবস্থাতেই উত্তরদাতা নং ১ এবং ২-এর পক্ষে সমগ্র পূর্ব-আমানত মুকুব করার পক্ষে ভারসাম্যকে ঝুঁকতে পারত না, যদি না হাইকোর্ট একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত প্রদান করে যে সম্পূর্ণ ডিক্রিটাল পরিমাণ এই প্রাপ্তি থেকে সন্তুষ্ট এবং এমন কোনও ঋণ ছিল না যা কোনও ক্ষেত্রেই বর্তমান প্রকৃতির একটি আবেদনে বিবেচনার সুযোগের বাইরে ছিল। অন্যদিকে, ডি আর এ টি, 'হ্রাসমান পরিমাণ', 'ক্ষতিপূরণ' হিসেবে জমা হওয়া পরিমাণের প্রাপ্তি এবং ঋণ এখনও বকেয়া রয়েছে তা উল্লেখ করে, 'প্রাক-আমানত' সীমিত রাখার নির্দেশ দিয়েছে। বর্তমানে, ডি আর এ টি কর্তৃক প্রদত্ত আদেশে নির্দেশিত পরিমাণটি 'মোট' হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে। অতএব, প্রাক-আমানত নির্ধারণের উদ্দেশ্যে, প্রদেয় ডিক্রিটাল পরিমাণ ৬৮,১৮,৯২,৮৪১/- টাকা ধরা হচ্ছে।

১.৪) এখানে উদ্ভূত তথ্য ও পরিস্থিতিতে, যখন আবেদনকারী/ব্যাঙ্কের পক্ষে ডি. আর. টি-র জারি করা ডিক্রি/পুনরুদ্ধারের শংসাপত্র সম্পাদনের ক্ষেত্রে আরও পরিমাণ বকেয়া এবং প্রদেয় থাকে, তখন হাইকোর্টের পূর্ব জমা সম্পূর্ণরূপে মুকুব করার ক্ষমতা নেই, বা এটি বিচক্ষণতা প্রয়োগ করতে পারে না যা ধারা ২১-এ অন্তর্ভুক্ত বিধিবদ্ধ বিধানের বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তার বিরুদ্ধে। সমস্ত ক্ষেত্রে, বকেয়া ঋণের পঞ্চাশ শতাংশ বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা হিসাবে ডি. আর. এ. টি-র কাছে জমা করতে হবে, তবে যথাযথ ক্ষেত্রে কারণগুলির জন্য

লিপিবদ্ধ করার জন্য বকেয়া ঋণের কমপক্ষে পঁচিশ শতাংশ জমা দেওয়া অনুমোদিত হবে, কিন্তু সম্পূর্ণ মুকুব নয়। অতএব, সম্পূর্ণ পরিমাণে পূর্ব-আমানতের যেকোনো মুকুব আইনগত বিধানের বিরুদ্ধে হবে এবং তাই আইনগতভাবে গ্রহণযোগ্য হবে না। সম্পূর্ণ মুকুব আইনগত বিধানের বিরুদ্ধে হবে। হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বাতিল করা হলো। তবে, তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, মনে রাখবেন যে যদিও প্রকৃত বকেয়া পরিমাণ সম্পর্কিত বিষয়টি ডি আর এ টি কর্তৃক বিবেচনা করা হবে, এই বিষয়টি বিবেচনা করে যে ডি আর টি পূর্ববর্তী নিষ্পত্তি বিবেচনা করেছে এবং সেই অনুযায়ী দাবিটি সেই পরিমাণে ডিক্রি করেছে এবং এই ডিক্রির বিরুদ্ধে যেহেতু একটি বড় অংশ পরিশোধ করা হয়েছে, যদিও ক্ষতিপূরণ পরিমাণ বরাদ্দের মাধ্যমে এবং স্বীকার করা হচ্ছে যে যেহেতু বিবাদী নং ৩-এর মালিকানাধীন অবশিষ্ট সম্পত্তি বন্ধকের মাধ্যমে পাওয়া যায় এবং বিবাদী নং ১ এবং ২ ব্যক্তিগত জামিনদার, এই মামলার বিশেষ তথ্য এবং পরিস্থিতিতে বিবাদী নং ১ এবং ২-কে ডি আর এ টি দ্বারা উল্লেখ করা করা পরিমাণের পঁচিশ শতাংশ অর্থাৎ পঁচিশ শতাংশ টাকা ৬৮,১৮,৯২/- টাকা আগে থেকে জমা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই পরিমাণে, ডি আড় এ টি কর্তৃক প্রদত্ত আদেশটি সংশোধন করা হচ্ছে।

নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ বনাম ইউ শী ও ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্যরা (২০১১) ৪ এস. সি. সি ৫৪৮: [২০১১] ৩ এস. সি. আর ১০২৪-এর উপর নির্ভরশীল।

মামলা আইন তথ্যসূত্র

[২০১১] ৩ এস. সি. আর ১০২৪ অনুচ্ছেদ ১৪-এর উপর নির্ভর করে

দেওয়ানি আপিল এখতিয়ারঃ ২০২১-এর ৫৩৮ নং দেওয়ানি আপিল।

২০১৯ সালের ৭৫৩০ নং(দেওয়ানি) রিট পিটিশনে নয়াদিল্লির দিল্লি হাইকোর্টের ১৬.০৭.২০১৯ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

সহ

পাল্টা আবেদন. (সি) এসএলপি-তে ৫৬৯/২০২০ (সি) নং. ২১৫৫৫/২০১৯

ভি. গিরি, মুকুল রোহতগি, রিতিন রাই,সিনিয়র আইনজীবী মুকুল রোহতগি, , সুরেশ ডি. দোভাল, শিখর কুমার, গৌরব আগরওয়াল, অঙ্কুর সুদ, শ্রীমতী রোমিউলা মণ্ডল, অঙ্কুশ ভরদ্বাজ, কৌশিক লাইক, শ্রী অম্বুজ কাসলিওয়াল, শ্রী বিকাশ কাসলিওয়াল, শ্রীমতী জয়শ্রী শুক্লা দাশগুপ্ত, শ্রীমতী সালোনি চৌধুরী, করণ

কোটাক মহেন্দ্র ব্যাঙ্ক পিভিটি. লিমিটেড বনাম আমবুজ এ. কাসলিওয়াল

১০০৫

এবং অন্যান্যরা

বতুরা, মিসেস অখিল পি ছাবড়া, মিসেস রিতু ছাবড়া, সুমির সোধি, আইনজীবীরা উপস্থিত দলগুলির জন্য।

আদালতের রায়টি বিচারপতি এ. এস. বোপান্না, দ্বারা প্রদান করা হয়েছিল।

১)অনুমতি মঞ্জুর করা হয়েছে।

২)আপিলকারী এই আদালতে ১৬.০৭.২০১৯ তারিখের ডব্লিউ.পি (সি) নং ৭৫৩০ এড় ২০১৯-এ প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করছেন, যেখানে দিল্লির হাইকোর্ট বিবাদী নং ১ এবং ২-কে ঋণ পুনরুদ্ধার আপিল ট্রাইব্যুনালের (সংক্ষেপে 'ডি আড় এ টি') সামনে আপিল দায়ের করার অনুমতি দিয়েছে, ঋণ পুনরুদ্ধার এবং দেউলিয়া আইন, ১৯৯৩ (সংক্ষেপে 'আর ডি বি এ আইন') ধারা ২১-এর অধীনে নির্ধারিত ঋণের একটি অংশ পূর্ব-জমা ছাড়াই। উক্ত আদেশের দ্বারা সংক্ষুব্ধ বলে দাবি করা আপিলকারী/ব্যাংক এই আদালতে তাৎক্ষণিক আপিল দায়ের করছেন।

৩. এই আদালত প্রথম দফায় বিষয়টি উল্লেখ করে, ২২.১১.২০১৯ তারিখের আদেশের মাধ্যমে বিবাদী নং ১ এবং ২-কে ৮ সপ্তাহের মধ্যে এই আদালতের রেজিস্ট্রিতে ২০ কোটি টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। উক্ত আদেশে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে ('ডি আর এ টি)-এর সামনে আপিলের পরবর্তী কার্যক্রম পরবর্তী শুনানির তারিখ পর্যন্ত অথবা বিবাদী নং ১ এবং ২-এর দ্বারা উক্ত পরিমাণ জমা দেওয়ার তারিখ পর্যন্ত, যেটি আগে হয়, স্থগিত থাকবে। এই আদালতের নির্দেশ অনুসারে জমা বিবাদী ১ এবং ২-এর পক্ষ থেকে দেওয়া হয়নি। অতএব, আপিলকারী/ব্যাংক, এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের অমান্য করার অভিযোগে, বিবাদী নং ১ এবং ২-এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সহগামী অবমাননা আবেদন দায়ের করেছে। সেই পটভূমিতে, যেহেতু এই উভয় বিষয় একই বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত, তাই এই সাধারণ আদেশ দ্বারা এগুলি একসাথে নেওয়া, বিবেচনা করা এবং নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।

৪। বর্তমান কার্যধারার দিকে পরিচালিত সংক্ষিপ্ত তথ্য হল যে উত্তরদাতা নং ৩, অর্থাৎ হিন্ডন রিভার মিলস লিমিটেড, উত্তরদাতা নং৬-আই এফ সি আই লিমিটেডের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা নিয়েছিলেন। উত্তরদাতা নং১ এবং ২ উক্ত আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে তাদের ব্যক্তিগত জামিন দিয়েছিলেন। উত্তরদাতা নং১ থেকে ৩ পর্যন্ত বকেয়া পরিশোধে খেলাপি হয়েছিলেন এবং অ্যাকাউন্টটিকে অকার্যকর সম্পদ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল, তারপরে উত্তরদাতা নং৬-আই এফ সি আই লিমিটেড দ্বারা নিলাম করা হয়েছিল, যেখানে আবেদনকারী সফল দরদাতা ছিলেন এবং সেই অনুযায়ী, অনাদায়ী ঋণ এবং অকার্যকর সম্পদ তাদের পক্ষে বরাদ্দ করা হয়েছিল। ২০০৬ সালের ডব্লিউপি (সি) নং ১৪৯৯৯-এ হাইকোর্টের সামনে উত্তরদাতা নং১ থেকে ৩ দ্বারা এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, যা খারিজ হয়ে যায়।

এবং ২০১১ সালের দায়ের করা এস এল পি (সি) নং ৩৫০০৪ এই আদালত উল্লেখ করে। উক্ত কার্যধারায় পক্ষগুলির মধ্যে যে নিষ্পত্তি হয়েছিল তা লিপিবদ্ধ করে নিষ্পত্তি করা হয়। নিষ্পত্তি অনুসারে, বিবাদী নং ১ থেকে ৩, ৩১.০৭.২০১২ তারিখে বা তার আগে ১৫শতাংশ সুদ সহ ১৪৫ কোটি টাকা পরিশোধ করতে সম্মত হয়েছিলেন। বিবাদী নং ১ থেকে ৩, নিষ্পত্তির শর্তাবলী মেনে চলেননি এবং পুনঃপরিশোধও করা হয়নি বলে জানা গেছে। অতএব, আপিলকারী ব্যাংক, ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনাল (সংক্ষেপে 'ডি আর টি'), নতুন দিল্লি, ও.এ.-তে একটি আবেদন দাখিল করে পুনরুদ্ধার কার্যক্রম শুরু করে। ২০১৫ সালের ২৮১ নং মামলায় আপিলকারী ব্যাংক দাবি করেছে যে, ১ থেকে ৩ নং বিবাদীদের সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করতে হবে কারণ বকেয়া অর্থ জমা দেওয়ার সুবিধাটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাওয়া যায়নি। তদনুসারে, ৩১.১২.২০১৪ তারিখে ৫৭২,১৮,৭৭,১১২/- টাকা (পাঁচশ' বাহাত্তর কোটি আঠারো লক্ষ সাতাশ হাজার একশত বারো টাকা) সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ ডিআরটি-র কাছে দাবি করা হয়েছিল।

৬)এই অবস্থানে থাকাকালীন, ২০১৫ সালের নং-২৮১ ডি আর টি-এর কাছে বিচারাধীন থাকাকালীন, বিবাদী নং ৭/জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ (সংক্ষেপে 'এন এইচ এ আই'), বিবাদী নং ৩-এর বন্ধকী সম্পত্তির একটি অংশ অধিগ্রহণ করে এবং ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৬২,৩১,৮৭,৩১২/- টাকা (বাষট্টি কোটি একত্রিশ লক্ষ সাতাশি হাজার তিনশত বারো) ডি আর টি-এর কাছে জমা দেয়। জেলা বিচারক (সালিশকারী) গাজিয়াবাদ ক্ষতিপূরণ বৃদ্ধি করে এবং আরও ৭২,৯৬,১২,৮২৭/-টাকা (বাষত্তর কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ বারো হাজার আঠাশ সাতাশ টাকা) জমা দেয়। এইভাবে, মোট ১৫২,৮১,০৭,১৫৯/- টাকা (একশো বাহান্ন কোটি একাশি লক্ষ সাত হাজার একশো উনানব্বই টাকা) ছিল ক্ষতিপূরণের পরিমাণ যা বিবাদী নং ৩-এর পক্ষ থেকে বন্ধকী সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত জমা করা হয়েছিল, যা বিবাদী নং ৩-এর অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছিল। এই ঘটনাবলীর প্রেক্ষাপটে, ডিআরটি দাবির আবেদনটি বিবেচনা করে শেষ পর্যন্ত ১৫.০৩.২০১৮ তারিখের আদেশের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার শংসাপত্র জারি করার নির্দেশ দেয়। উক্ত আদেশের মাধ্যমে, দাবির বিপরীতে, ডিআরটি ডিক্রিটল পরিমাণকে বার্ষিক ৯ শতাংশ হারে ভবিষ্যতের সুদ সহ ১৪৫ কোটি টাকায় সীমাবদ্ধ করে, যতক্ষণ না অবশিষ্টাংশ হ্রাসের উপর আদায় করা হয়। এতে আরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, মামলার বিচারাধীন থাকাকালীন প্রদত্ত ১৫২,৮১,০৭,১৫৯/- টাকা (একশত বাহান্ন কোটি একাশি

লক্ষ সাত হাজার একশত উনানব্বই টাকা) বিবেচনা করে এই অর্থ প্রদান করা হবে।

৬)আপিলকারী/ব্যাংক এবং ১ থেকে ৩ নম্বর বিবাদী, যারা ডি আর টি কর্তৃক প্রদত্ত ১৫.০৩.২০১৮ তারিখের আদেশে সংক্ষুব্ধ বলে দাবি করছেন, তারা ডি আর এ টি-এর কাছে আপিল করতে পছন্দ করেছেন। এই মুহূর্তে এই আদালতকে ঋণ লেনদেন এবং এর আদায়ের পরিমাণ ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রতিদ্বন্দ্বী বিবাদের যুক্তি বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই, যা ডি আর এ টি-এর কাছে আপিলের ক্ষেত্রে উত্থাপিত বিষয়। বর্তমান কার্যধারা শুধুমাত্র ডি আর এ টি-এর কাছে উত্তরদাতা নং ১ এবং ২-এর দ্বারা দায়ের করা আপিলের ক্ষেত্রে আইনত বিবেচনা করা প্রাক-আমানত সম্পর্কিত বিষয়ের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। এই প্রসঙ্গে, এখানে উত্তরদাতা নং ১ এবং ২, ডি আর এ টি-এর সামনে তাদের ২০১৮ সালের আপিল নং ৩১১-এ, ডি আর টি কর্তৃক নির্ধারিত ঋণের পঞ্চাশ শতাংশ পরিমাণ পূর্ব-আমানত মওকুফের জন্য ২০১৮ সালের আই এ নং ৫১১-তে একটি আবেদনও দাখিল করেছিলেন। ডি আর এ টি উক্ত দিকটির বিরোধগুলি লক্ষ্য করে এবং আপিলকারী ব্যাংক কর্তৃক ১৫২,৮১,০৭,১৫৯/- (একশত বাহান্ন কোটি একাশি লক্ষ সাত হাজার একশত ঊনপঞ্চাশ) টাকা গৃহীত হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করে, সেই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছে যে বকেয়া ঋণের পরিমাণ ৬৮,১৮,৯২,৮৪১/- (আটষট্টি কোটি আঠারো লক্ষ নব্বই-দুই হাজার আটশ একচল্লিশ)। অতএব, ডি আর এ টি-এর ২৭.০২.২০১৯ তারিখের আদেশের মাধ্যমে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে উক্ত পরিমাণের পঞ্চাশ শতাংশ জমা দিতে হবে। এর বিরুদ্ধে দায়ের করা পর্যালোচনা ০৯.০৪.২০১৯ তারিখে খারিজ করা হয়েছে।

৭)২৭.০২.২০১৯ এবং ০৯.০৪.২০১৯ তারিখের আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ দাবি করে উত্তরদাতা নং ১ এবং ২, ২০১৯ সালের ডব্লিউপি (সি) নং ৭৫৩০-এ দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। হাইকোর্ট প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরোধের জবাব দেওয়ার পর এবং আপিলকারী/ব্যাংক কর্তৃক ১৫২,৮১,০৭,১৫৯/- টাকা (একশ বাহান্ন কোটি একাশি লক্ষ সাত হাজার একশ উনানব্বই টাকা) আদায় করা হয়েছে এই তথ্য দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে উত্তরদাতা নং ১ এবং ২-কে পূর্ব-আমানত ছাড়াই আপিলের মামলা করার অনুমতি দেওয়া হবে এবং তদনুসারে নির্দেশ দেওয়া হবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত ১৬.০৭.২০১৯ তারিখের এই আদেশের দ্বারা 'সংক্ষুব্ধ' বলে দাবি করা আপিলকারী/ব্যাংক এই আদালতের সামনে তাৎক্ষণিক আপিলের জন্য আবেদন করছে।

৮)শুনলেন আপিলকারীর পক্ষে বিদ্বান প্রবীণ আইনজীবী শ্রী ভি .গিরি , শ্রী মুকুল রোহতাগি এবং শ্রী রিতিন রাই, উত্তরদাতাদের পক্ষে অভিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবীগন এবং আপিলের কাগজপত্রগুলি পর্যবেক্ষণ করেছেন।

৯) যেমনটি দেখা যাচ্ছে, যদিও ডি আর টি এবং ডি আর এ টি-এর আগে যে ক্রমটি কার্যধারার দিকে পরিচালিত করেছিল তা নোট করা হয়েছে এবং কিছু বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে,, তবে ডি. আর. এ. টি-র কাছে আপিলে বকেয়া ঋণের প্রাক-জমা সম্পর্কিত বিষয়ে ডি. আর. এ. টি এবং দিল্লি হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের সঠিকতা বা অন্যথায় বিবেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত সমস্যা। উক্ত সমস্যাটি সমাধানের জন্য, ঋণ ও দেউলিয়া পুনরুদ্ধারের আইন, ১৯৯৩-এর ধারা ২১-এর উল্লেখ নেওয়া উপযুক্ত হবে যা আপিল দায়ের করার সময় বকেয়া ঋণের পরিমাণ জমা করার ব্যবস্থা করে।

আর. ডি. বি. এ-র ২১ নং ধারায় বলা হয়েছেঃ-

"আপিল দায়ের করার সময় বকেয়া ঋণের পরিমাণ জমা করা-যে কোনও ব্যক্তি যার কাছ থেকে ঋণের পরিমাণ কোনও ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কনসোর্টিয়ামের কাছে বকেয়া রয়েছে, সেই ক্ষেত্রে আপিল এখতিয়ার দ্বারা এই ধরনের আবেদন গ্রহণ করা হবে না, যদি না সেই ব্যক্তি ১৯ নং ধারার অধীনে এখতিয়ার কর্তৃক নির্ধারিত ঋণের পরিমাণের [পঞ্চাশ শতাংশ] আপিল এখতিয়ারে জমা করেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, আপিল এখতিয়ার, লিখিত কারণে, এই ধারার অধীনে জমা করার জন্য [জমা করার পরিমাণ এমন পরিমাণ দ্বারা হ্রাস করতে পারে যা এইভাবে বকেয়া ঋণের পরিমাণের পঁচিশ শতাংশের কম হবে না]।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১০)"আপিল গ্রহণ করা হবে না" এই বাক্যাংশটি ব্যবহার করে এমন বিধানটি পর্যালোচনার মাধ্যমে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তির কাছ থেকে ঋণের পরিমাণ ব্যাঙ্কের প্রাপ্য, সেই ব্যক্তির আপিল গ্রহণ করতে আপিল এখতিয়ারকে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে, যদি না সেই ব্যক্তি আইনের ১৯ ধারার অধীনে এখতিয়ার কর্তৃক নির্ধারিত ঋণের পরিমাণের পঞ্চাশ শতাংশ আপিল এখতিয়ারে জমা করে থাকেন। তবে, উক্ত ধারার শর্তাবলী, লিখিতভাবে নথিভুক্ত করার কারণে, জমা করার পরিমাণ হ্রাস করার জন্য আপিল এখতিয়ারকে বিবেচনার অনুমতি দেয়, তবে এই ধরনের হ্রাস বকেয়া ঋণের পরিমাণের পঁচিশ শতাংশের কম হবে না। তাই প্রাক-আমানত মওকুফের বিবেচনার পেন্ডুলামটি বকেয়া ঋণের পঞ্চাশ শতাংশ থেকে পঁচিশ শতাংশের মধ্যে ঘুরতে দেওয়া হয় এবং পঁচিশ শতাংশের নিচে নয়, মোট মওকুফের দিকে অনেক কম নয়। এটি সেই পটভূমিতে, উক্ত বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে, ডি. আর. এ. টি তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে অর্থের পঞ্চাশ শতাংশ জমা করার আদেশ দিয়েছে। উত্তরদাতারা নং১ এবং ২ আমানত মওকুফের আবেদন করার সময় মূলত মামলাটি অনুমান করেছেন

কোটাক মহেন্দ্র ব্যাঙ্ক পিভিটি. লিমিটেড বনাম আমবুজ এ. কাসলিওয়াল
১০০৯
এবং অন্যান্যরা [বিচারপতি এ. এস. বোপান্না]

নির্দেশ করে যে, ডি. আর. টি. দ্বারা বার্ষিক ৯ শতাংশ সুদের সঙ্গে ১৪৫ কোটি টাকার পুনরুদ্ধারের শংসাপত্র এবং ৩ নং উত্তরদাতাকে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ থেকে ব্যাঙ্ক যে পরিমাণ অর্থ আদায় করেছে, তা হল ,১৫২,৮১,০৭,১৫৯/- টাকা (একশত বাহান্ন কোটি একাশি লক্ষ সাত হাজার এক টাকা একশত ঊনপঞ্চাশ টাকা) এবং এইভাবে কোনও ঋণ বকেয়া নেই।

১১)এই প্রসঙ্গে হাইকোর্ট এই উপসংহারে পৌঁছেছেঃ-

"৯)পক্ষগুলির পক্ষে বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবীদের কথা শুনে, আমরা এই বিজ্ঞ মতামত প্রকাশ করেছি যে ডি আর এ টি বর্তমান মামলায় প্রাক-আমানতের দিকটি সঠিকভাবে দেখেনি। মূল আবেদনের বিচারাধীন থাকাকালীন বিবাদী-ব্যাংক ১৫২,৮১,০৭,১৫৯/- টাকা পেয়েছিল। বিবাদী-ব্যাংক তার মূল আবেদনটি সংশোধন করে দাবি করেনি যে তারা উক্ত পরিমাণ সমন্বয় করেছে এবং বাকি পরিমাণের জন্য তাদের দাবি সীমাবদ্ধ করেনি। ফলস্বরূপ, মূল আবেদনের বিচার করার সময়, ডি আর টি এই ভিত্তিতে অগ্রসর হয়েছে যে বিবাদী-ব্যাংক ১৪৫ কোটি টাকার নিষ্পত্তির পরিমাণ দ্বারা আবদ্ধ এবং ৫ জুলাই, ২০১২ থেকে হ্রাসকারী ব্যালেন্স আদায় না হওয়া পর্যন্ত বার্ষিক ৯শতাংশ হারে ভবিষ্যতের সুদের অধিকারী, মূল আবেদনের বিচারাধীন থাকাকালীন প্রাপ্ত ১৫২,৮১,০৭,১৫৯/- টাকা বিবেচনায় নেওয়ার পর।

১০) উপরোক্ত অবস্থানটি কেবলমাত্র চূড়ান্ত রায় দেওয়ার আগে উত্তরদাতা-ব্যাঙ্ক কর্তৃক ১৫২,৮১,০৭,১৫৯/- টাকা প্রাপ্ত হওয়ার কারণে এবং তার পরে না হওয়ার কারণে, পূর্ব-আমানতের দিকটি বিবেচনা করার সময় কোনও পার্থক্য হবে না যে ঋণগ্রহীতা বা জামানতদারকে পূর্বোক্ত আইনের ২১ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে জমা করতে হবে।

১২) উদ্ধৃত অংশটি ইঙ্গিত দেয় যে হাইকোর্ট বিবাদী নং ৩-কে প্রদেয় জমি অধিগ্রহণ ক্ষতিপূরণ থেকে ঋণের পরিমাণ পুনরুদ্ধারের দিকের দিকের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় একটি স্পর্শকাতর পদক্ষেপ নিয়েছে। উপসংহারটি মনে হচ্ছে যে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ প্রাপ্তি যদিও ডিক্রি পাসের আগে ছিল, বার্ষিক ৯শতাংশ সুদ সহ ১৪৫ কোটি টাকার ডিক্রিটাল পরিমাণ মুছে ফেলবে, যদিও এটি স্পষ্টভাবে বলা হয়নি। বিপরীতে, ডি আর এ টি তার ২৭.০২.২০১৯ তারিখের আদেশে, পঞ্চাশ শতাংশ পরিমাণের পূর্ব-আমানতের নির্দেশ দেওয়ার সময় এই বিষয়টি লক্ষ্য করেছিল যে, যদি ডি আর টি কর্তৃক নির্দেশিত 'হ্রাসমান পরিমাণ' বিবেচনা করা হয় এবং

ক্ষতিপূরণ হিসাবে ব্যাংক কর্তৃক প্রাপ্ত পরিমাণ জমা করা হয়, তাহলে উত্তরদাতা ১ থেকে ৩ নং দ্বারা প্রদেয় 'হ্রাসমান পরিমাণ'-এর বকেয়া পরিমাণের পরিমাণ হবে ৬৮,১৮,৯২,৮৪১/- টাকা (আটষট্টি কোটি টাকা আঠারো লক্ষ বারাব্বাই হাজার আটশ একচল্লিশ)। এই পরিপ্রেক্ষিতে, ডি. আর. এ. টি উক্ত পরিমাণের পঞ্চাশ শতাংশ আগে জমা করার নির্দেশ দিয়েছে যা এখনও বকেয়া ঋণ হিসাবে রয়ে গেছে।সেই দিক থেকে, যদিও প্রকৃত বকেয়া অর্থের সঠিকতা কার্যকরকরণের কার্যধারায় গণনা করার বিষয়, বর্তমানে, জমা দেওয়ার আগে যদি ডি. আর. টি-দ্বারা জারি করা ডিক্রি/পুনরুদ্ধারের শংসাপত্রটি বিবেচনা করা হয়, তবে এই অবস্থানটি স্পষ্ট যে, ডিক্রিটির আগে বা পরে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বরাদ্দ করা হলেও, এখনও বকেয়া পরিমাণ প্রদেয় থাকবে যা ডি. আর. এ. টি-তে আপিলের বিষয় হবে, এই বিষয়টি ছাড়াও যে আপিলকারী ব্যাংক তাদের আবেদনে নিষ্পত্তির শর্তাবলী মেনে না চলার পর থেকে যে পুরো পরিমাণ অর্থ বকেয়া রয়েছে তা দাবি করছে।

১৩)। সুতরাং, যখন প্রাথমিকভাবে ডি আর এ টি কর্তৃক লক্ষ্য করা যায় যে আরও পরিমাণ বকেয়া ছিল এবং প্রাক আমানত আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তখন এই সিদ্ধান্তে কোনও ত্রুটি না পেয়ে হাইকোর্ট ডি আর এ টি কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বাতিল করার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত ছিল না। হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের উদ্ধৃত অংশ থেকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হাইকোর্ট যা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে তা হল, ডিক্রিটল পরিমাণের বিপরীতে ১৫২,৮১,০৭,১৫৯/- টাকা (একশত বাহান্ন কোটি একাশি লক্ষ সাত হাজার একশত ঊনপঞ্চাশ টাকা) প্রাপ্তির সুবিধা অস্বীকার করা যাবে না, যদিও চূড়ান্ত রায়ের আগে তা প্রাপ্ত হয়েছিল। এই সিদ্ধান্ত কোনও অবস্থাতেই বিবাদী নং ১ এবং ২-এর পক্ষে সমগ্র পূর্ব-আমানত মুকুব করার পক্ষে ভারসাম্যকে ঝুঁকতে পারত না, যদি না হাইকোর্ট একটি স্পষ্ট সিদ্ধান্ত প্রদান করে যে সম্পূর্ণ পূর্ব-আমানত পরিমাণ এই প্রাপ্তি থেকে সন্তুষ্ট এবং এমন কোনও ঋণ বকেয়া ছিল না যা কোনও ক্ষেত্রেই বর্তমান প্রকৃতির একটি আবেদনে বিবেচনার সুযোগের বাইরে ছিল। অন্যদিকে, যেমনটি বলা হয়েছে, ডি আর এ টি ডিক্রেটাল পরিমাণ, ক্ষতিপূরণ হিসাবে জমা দেওয়া পরিমাণের প্রাপ্তি এবং ঋণ এখনও বকেয়া রয়েছে তা আরও উল্লেখ করে,পূর্ব-আমানতকে সেই পরিমাণে সীমাবদ্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে।.

১৪)অতএব, এখানে উদ্ভূত তথ্য ও পরিস্থিতিতে, যখন আবেদনকারী/ব্যাঙ্কের পক্ষে ডি. আর. টি দ্বারা জারি করা ডিক্রি/পুনরুদ্ধার শংসাপত্র সম্পাদনের ক্ষেত্রে আরও পরিমাণ বকেয়া এবং প্রদেয় হয়, তখন হাইকোর্টের পূর্ব-আমানত সম্পূর্ণরূপে মুকুব করার ক্ষমতা নেই, এবং এটি এমন বিচক্ষণতা প্রয়োগ করতে পারে না যা বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তার বিরুদ্ধে

ধারা ২১-এ যেমন বিধিবদ্ধ বিধান রয়েছে, যা উপরে তুলে নেওয়া হয়েছে। সব ক্ষেত্রেই ডিক্রিটাল পরিমাণের পঞ্চাশ শতাংশ অর্থাৎ বকেয়া ঋণ বাধ্যতামূলক প্রয়োজন হিসাবে ডি. আর. এ. টি-র কাছে জমা করতে হবে, তবে যথাযথ ক্ষেত্রে রেকর্ড করার কারণে বকেয়া ঋণের কমপক্ষে পঁচিশ শতাংশ জমা অনুমোদিত হবে, তবে সম্পূর্ণ মুকুব নয়। অতএব, পুরো পরিমাণে প্রাক-আমানতের কোনও মুকুব বিধিবদ্ধ বিধানের বিরুদ্ধে হবে এবং তাই আইনে টেকসই হবে না। তাই হাইকোর্টের আদেশ বাতিল করা হবে।

১৫)এটি লক্ষ্য করা গেছে যে এই আদালত আপিলের প্রতিকার পাওয়ার জন্য আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন এবং পুনর্গঠন এবং নিরাপত্তা স্বার্থ প্রয়োগ আইন, আইন, ২০০২ (সংক্ষেপে "এস. এ. আর. এফ. এ. ই. এস. ই)-এর ধারা ১৮-এ অন্তর্ভুক্ত একটি অনুরূপ বিধান বিবেচনা করার সময় নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ বনাম ইউ. সি. ও ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্যরা (২০১১) ৪ এস. সি. সি ৫৪৮-এর ক্ষেত্রে অনুরূপ মতামত প্রকাশ করেছে, যা নিম্নরূপঃ-

৭) আইনের ধারা ১৮ (১) আইনের ধারা ১৭-এর অধীনে ঋণ পুনরুদ্ধার এখতিয়ার কর্তৃক প্রদত্ত কোনও আদেশ দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আপিল এখতিয়ারে আপিল করার জন্য একটি বিধিবদ্ধ অধিকার প্রদান করে। যাইহোক, ধারা ১৮ (১)-এর অধীনে প্রদত্ত অধিকার দ্বিতীয় বিধানে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে। দ্বিতীয় বিধানে বলা হয়েছে যে কোনও আপিল গ্রহণ করা হবে না যদি না ঋণগ্রহীতা তার কাছ থেকে বকেয়া ঋণের পরিমাণের পঞ্চাশ শতাংশ আপিল ট্রাইবুনেলে জমা না করে, যা সুরক্ষিত ঋণদাতাদের দ্বারা দাবি করা হয় বা ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইবুনেলে নির্ধারিত হয়, যা কম হয়। তবে, উপ-ধারার তৃতীয় বিধানের অধীনে, আপিল ট্রাইবুনেলে দ্বিতীয় বিধানে উল্লিখিত ঋণের পরিমাণ, লিখিতভাবে রেকর্ড করার কারণগুলির জন্য, পঁচিশ শতাংশের কম না করার ক্ষমতা রয়েছে। সুতরাং, পূর্বনির্ধারিত শর্ত পূরণ না হলে আইনের ১৮ ধারার অধীনে আপিল করার ক্ষেত্রে একটি সম্পূর্ণ বাধা রয়েছে। যদি না ঋণগ্রহীতা আপিল এখতিয়ারে তার কাছ থেকে বকেয়া ঋণের পঞ্চাশ শতাংশ আগে জমা না করেন বা নির্ধারিত না করেন, তবে উক্ত বিধানের অধীনে আপিল আপিল এখতিয়ার দ্বারা গ্রহণ করা যাবে না। উক্ত বিধানের ভাষা স্পষ্ট এবং কোনও অস্পষ্টতা স্বীকার করে না।

৮) এটা সুনিশ্চিত যে যখন কোনও সংবিধি আপিলের অধিকার প্রদান করে, তখন
অধিকার প্রদানের সময়, আইনসভা এই অধিকার প্রয়োগের জন্য শর্ত আরোপ করতে পারে, যতক্ষণ না শর্তগুলি

অযৌক্তিক বিধিনিষেধের সমান হয় , যা অধিকারকে প্রায় বিভ্রান্তিকর করে তোলে। আইনের উদ্দেশ্যটি মাথায় রেখে, উক্ত শর্তাবলীতে হেজ করা শর্তগুলিকে কঠিন বলা যায় না। সুতরাং, আমরা মনে করি যে আইনের ১৮ ধারার উপ-ধারা (১) এর অধীনে প্রাক-আমানতের প্রয়োজনীয়তা বাধ্যতামূলক এবং আইনের ১৮ ধারার বিধানগুলিকে সম্পূর্ণরূপে কার্যকর না করার কোনও কারণ নেই। এই বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে, কোনও আদালত, আইনের একটি অংশ, আপিল এখতিয়ার, সংবিধির বিধানগুলিকে সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করতে অস্বীকার করতে পারে না। আইনের ১৮ (১) ধারার দ্বিতীয় বিধানের অধীনে সেই আমানত ধরে রাখতে আমাদের কোনও দ্বিধা নেই, যা উক্ত ধারার অধীনে আপিলকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পূর্বশর্ত, আপিল এখতিয়ার আবেদনকারীকে উল্লিখিত বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা মেনে চলার নির্দেশ না দিয়ে আবেদনটি গ্রহণ করতে আইনটিতে ভুল করেছিল।

৯) আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলির যুক্তি যে যেহেতু ঋণ পুনরুদ্ধার এখতিয়ার দ্বারা বকেয়া ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়নি, তাই আগাম জমা দেওয়ার উপর জোর না দিয়ে আপিল এখতিয়ার দ্বারা আবেদন গ্রহণ করা যেতে পারে,এটিও সমানভাবে ভুল। আইনের ১৮ ধারার উপ-ধারা (১)-এর দ্বিতীয় বিধানের অধীনে পঞ্চাশ শতাংশ পরিমাণ, যা ঋণগ্রহীতার দ্বারা জমা করা প্রয়োজন, হয় সুরক্ষিত ঋণদাতাদের দ্বারা দাবি করা তার কাছ থেকে প্রাপ্য ঋণের প্রসঙ্গে বা ঋণ পুনরুদ্ধার এখতিয়ার দ্বারা নির্ধারিত হিসাবে গণনা করা হয়, যা কম হয়। স্পষ্টতই, যেখানে ঋণ আদায় এখতিয়ার কর্তৃক ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়নি, সেখানে ঋণগ্রহীতা আপিল করার সময় সুরক্ষিত ঋণদাতাদের দাবি অনুযায়ী তার কাছ থেকে প্রাপ্য ঋণের পঞ্চাশ শতাংশ জমা করতে বাধ্য থাকবেন। অতএব, আগাম জমা দেওয়ার শর্ত বাধ্যতামূলক হওয়ায়, আপিল এখতিয়ারে আবেদনকারীর দ্বারা আমানতের সম্পূর্ণ মুকুব আইনের বিধানের বাইরে ছিল, যা উক্ত ধারার দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিধান থেকে স্পষ্ট। সর্বোপরি, আপিল এখতিয়ার কারণগুলি নথিভুক্ত করার পরে, পঞ্চাশ শতাংশ আমানতের পরিমাণকে দ্বিতীয় শর্তাবলীতে উল্লিখিত ঋণের পঁচিশ শতাংশের কম নয় এমন পরিমাণে কমিয়ে আনতে পারত। আমরা দৃঢ়প্রত্যয়ী যে, আগাম জমা দেওয়ার উপর জোর না দিয়ে আবেদনকারীর আবেদন গ্রহণ করে আপিল এখতিয়ারের আদেশ স্পষ্টতই অস্থিতিশীল ছিল এবং তাই, হাইকোর্টের এটিকে বাতিল করার সিদ্ধান্তকে ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে না।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১৬) উপরোক্ত উপসংহারে পৌঁছনোর পর, সমস্যাটির তৎক্ষণাৎ মামলার ক্ষেত্রে কত পরিমাণ অগ্রিম জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে সে সম্পর্কেও। যদিও উভয় পক্ষের বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবীরা আজ অবধি প্রকৃত ঋণ হিসাবে বিভিন্ন পরিসংখ্যান নির্দেশ করেছেন, তবুও আমরা বিষয়টির সেই দিকটি প্রবেশ করার প্রস্তাব দিচ্ছি না কারণ প্রকৃত বকেয়া পরিমাণ এমন একটি বিষয় যা ডি. আর. এ. টি দ্বারা যোগ্যতার ভিত্তিতে আপিল বিবেচনা করার সময় এবং পুনরুদ্ধারের সময় যদি থাকে তবে কার্যকর করার কার্যধারায় উল্লেখ করা হবে। তবে, বর্তমানে আমরা ডি. আর. এ. টি দ্বারা গৃহীত ২৭/০২/২০১৯ তারিখের আদেশে নির্দেশিত পরিমাণটি উল্লেখ করব। অতএব, প্রাক-আমানত নির্ধারণের উদ্দেশ্যে, বকেয়া অর্থের পরিমাণ নেওয়া হয় টাকা.৬৮,১৮,৯২,৮৪১-(আটষট্টি কোটি আঠারো লক্ষ নব্বই হাজার আটশো চল্লিশ-এক টাকা)। পণ্ডিত প্রবীণ আইনজীবী, শ্রী মুকুল রোহতাগি যুক্তি দেখান যে ৩ নং উত্তরদাতার সম্পত্তির একটি অংশ অধিগ্রহণ করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট সম্পত্তি এখনও বন্ধকের অধীনে রয়েছে এবং এইভাবে প্রাক-আমানত উত্তরদাতাদের জন্য বোঝা হবে ১ এবং ২ নং উত্তরদাতা, বিশেষত যখন পুরো ক্ষতিপূরণের পরিমাণ জমা করা হয় এবং বকেয়া ঋণের বড় অংশ পরিশোধ করা হয়।

১৭) ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সম্পূর্ণ মুকুব আইনগত বিধানের পরিপন্থী হবে। তবে, তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, মনে রাখবেন যে যদিও প্রকৃত বকেয়া পরিমাণ সম্পর্কিত বিষয়টি ডি আর এ টি কর্তৃক বিবেচনা করা হবে,এই বিষয়টি বিবেচনা করে যে ডি আর টি পূর্ববর্তী নিষ্পত্তি বিবেচনা করেছে এবং সেই অনুযায়ী দাবির পরিমাণ নির্ধারণ করেছে এবং এই ধরনের ডিক্রির বিরুদ্ধে যেহেতু একটি বড় অংশ পরিশোধ করা হয়েছে, যদিও ক্ষতিপূরণ পরিমাণ বরাদ্দের মাধ্যমে এবং স্বীকার করা হচ্ছে যে বিবাদী নং ৩-এর মালিকানাধীন অবশিষ্ট সম্পত্তি বন্ধকের মাধ্যমে পাওয়া যায় এবং উত্তরদাতা নং ১ এবং২ ব্যক্তিগত জামিনদার, আমরা মনে করি যে এই মামলার বিশেষ তথ্য এবং পরিস্থিতিতে ডি আর এ টি কর্তৃক উল্লেখিত পরিমাণের পঁচিশ শতাংশ অর্থাৎ ৬৮,১৮,৯২,৮৪১/- (আটষট্টি কোটি আঠারো লক্ষ নব্বই হাজার আটশ একচল্লিশ টাকা) প্রাক-জমা জমা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া উপযুক্ত। এই পরিসরে, ২০১৮ সালের আই এ নং ৫১১-এ ডি আর এ টি কর্তৃক ২৭.০২.২০১৯ তারিখের প্রদত্ত আদেশটি পরিবর্তনযোগ্য।

১৮) এটি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে এখানে যে বিবেচনা করা হয়েছে এবং বকেয়া ঋণের পরিমাণ পূর্ব-আমানত সম্পর্কিত দিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বকেয়া ঋণের প্রকৃত পরিমাণ সহ অন্যান্য সমস্ত বিতর্ক মুলতুবি আপিলের জন্য অনুরোধ করার জন্য খোলা রয়েছে।

১৯) উপরের উপসংহারের পরিপ্রেক্ষিতে ২২.১১.২০১৯-এ আদেশ অনুযায়ী ২০ কোটি টাকা জমা দেওয়ার অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ এই সময়ে তার প্রাসঙ্গিকতা হারাবে। যদিও উক্ত নির্দেশ অনুযায়ী ২২.১১.২০১৯ সময়সীমার মধ্যে অর্থ জমা করতে হবে এবং তা মেনে চলা হচ্ছে না, তবে আপিলের পরবর্তী অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে, আপিলকারী কর্তৃক শুরু করা অবমাননার পিটিশনে আমরা এগিয়ে যাওয়ার কোনও কারণ দেখতে পাচ্ছি না, যদিও পূর্ববর্তী সময়ে উত্তরদাতাকে উল্লেখিশ দেওয়া হয়েছিল।

২০। ফলাফলে;

(i) ২০১৯-এর ডাব্লুপি (সি) নং.৭৫৩০-এ দিল্লি হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত ১৬.০৭.২০১৯ তারিখের আদেশটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে;

(ii) ২০১৮ সালের আপিল নং.৩১১-এ ২০১৮ সালের আই এনং.৫১১-এ ডি আর এ টি, দিল্লি কর্তৃক প্রদত্ত ২৭.০২.২০১৯ তারিখের আদেশটি সংশোধন করা হয়েছে। ১ ও ২ নং উত্তরদাতাদের .৬৮,১৮,৯২,৮৪১ টাকা (আটষট্টি কোটি আঠারো টাকা

লক্ষ বারাব্বই হাজার আটশ একচল্লিশ টাকা) -এর পঁচিশ শতাংশ জমা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং ২০১৮ সালের আপীল নং.৩১১-এর বিরুদ্ধে মামলা করুন, এই ধরনের আমানত ৮ সপ্তাহের মধ্যে করা সাপেক্ষে, যা ব্যর্থ হলে আপিল আইনের চোখে টিকবে না;

(iii) তদনুসারে আপিল আংশিকভাবে অনুমোদিত। কোন খরচ নেই;

(iv) ২০২০ সালের অবমাননার আবেদন নং.৫৬৯ অপ্রয়োজনীয় বলে বন্ধ করা হয়েছে;

(iv) বকেয়া আবেদন, যদি থাকে, নিষ্পত্তি হয়ে যাবে।

আপিল আংশিকভাবে অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।